# স্ফুলিঙ্গ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ, ১৩৫২

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ॥

১

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে
প্রতি ক্ষণে করিয়ো মার্জনা।

২

অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ
জীবন কেবলি খোঁজা।
অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা।
যা পাই নি তারি লইয়া সাধনা
যাব কি সাগরপার।
যা গাই নি তারি বহিয়া বেদনা
ছিঁড়িবে বীণার তার?

৩

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা।
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা।

৪

অন্ধকারের পার হতে আনি

প্রভাতসূর্য মন্দ্রিল বাণী,

জাগালো বিচিত্রেরে

এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।

অন্ধকারের পার হতে আনি
প্রভাত সূর্য্য মন্দ্রিলো বাণী
জাগালো বিচিত্রেরে
এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
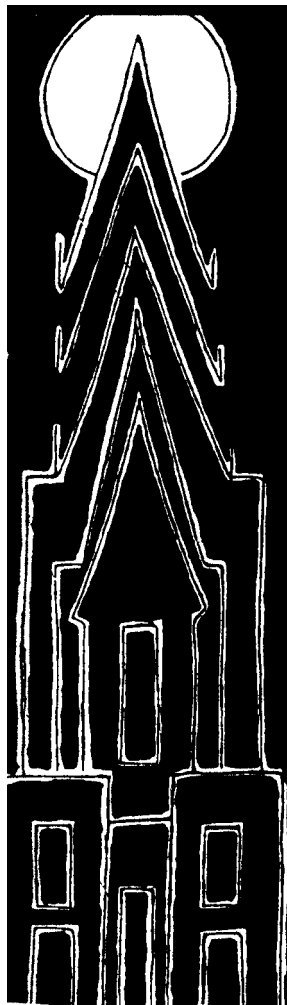
The Sun brings from across
the dark
the voice that awakens the Many
in the bosom of One Light.
Rabindranath Tagore

৫

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

৬

অপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

৭

অবসান হল রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে :
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক্ চিনে।

৮

অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে একি ভুল—
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

৯

অমলধারা ঝরনা যেমন

স্বচ্ছ তোমার প্রাণ,

পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক

আনন্দময় গান।

সম্মুখেতে চলবে যত

পূর্ণ হবে নদীর মতো,

ছুই কূলেতে দেবে ভ'রে

সফলতার দান।

১০

আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে না পায় জন্তু,
মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।

১১

আকাশে যুগল তারা
চলে সাথে সাথে
অনন্তের মন্দিরেতে
আলোক মেলাতে।

১২

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

১৩

আকাশের আলো মাটির তলায়
লুকায় চুপে,
ফাগুনের ডাকে বাহিরিতে চায়
কুসুমরূপে।

১৪

আগুন জ্বলিত যবে
আপন আলোতে
সাবধান করেছিলে
মোরে দূর হতে।
নিবে গিয়ে ছাইচাপা
আছে মৃতপ্রায়,
তাহারি বিপদ হতে
বাঁচাও আমায়।

১৫

আজ গড়ি খেলাঘর,
কাল তারে ভুলি—
ধূলিতে যে লীলা তারে
মুছে দেয় ধূলি।

১৬

আপন শোভার মূল্য
　　পুষ্প নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
　　দেয় তা সহজে।

১৭

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।
আপন-বাহিরে মেলো চোখ,
সেইখানে অনন্ত আলোক।

১৮

আপনারে নিবেদন

সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে

সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।

১৯

আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে
গন্ধ তার ঢালে দখিনবায়ে।

২০

আমি অতি পুরাতন,
এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে
নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই—
আছে কোনো গুণ,
ভিতরে নবীন থাকে
অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপাগাছে
নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে
অমৃতের ভাষা।

## ২১

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখি বাঁধা
ভাবী কালের হাতে।

২১

আয় রে বসন্ত, হেথা
কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের
হৃদয়ের গোপন আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস রেখে,
সুবর্ণের তুলিখানি
পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

২৩

আলো আসে দিনে দিনে,
রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।
মরণসাগরে মিলে
সাদা কালো গঙ্গাযমুনার।

২৪

আলো তার পদচিহ্ন
　　আকাশে না রাখে ;
চলে যেতে জানে, তাই
　　চিরদিন থাকে।

২৫

আশার আলোকে
জ্বলুক প্রাণের তারা,
আগামী কালের
প্রদোষ-আঁধারে
ফেলুক কিরণধারা।

২৬

আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
 উদয় হতে অস্তাচলে,
কেঁদে হেসে নানান বেশে
 পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
 এই ধরণীর ধুলা জুড়ে,
দিন না যেতেই রেখা তাহার
 ধুলার সাথে যায় যে উড়ে।

২৭

ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই।
ঈশ্বরপ্রণামে তবে হাতজোড় হয়
যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয়।

২৮

উর্মি, তুমি চঞ্চলা

নৃত্যদোলায় দাও দোলা,

বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে—

তরণী হয় পথভোলা।

২৯

এই যেন ভক্তের মন
    বট-অশ্বত্থের বন।
রচে তার সমুদার কায়াটি
    ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি,
মর্মরে বন্দন-মন্ত্র জাগায় রে
    বৈরাগি কোন্ সমীরণ।

৩০

এই সে পরম মূল্য
আমার পূজার—
না পূজা করিলে তবু
শাস্তি নাই তার।

৩১

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথ-পানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

৩২

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা,

চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা।

৩৩

"এসো মোর কাছে"

শুকতারা গাহে গান।

প্রদীপের শিখা

নিবে চ'লে গেল,

মানিল সে আহ্বান।

৩৪

ওড়ার আনন্দে পাখি
　　শূন্যে দিকে দিকে
বিনা অক্ষরের বাণী
　　যায় লিখে লিখে।
মন মোর ওড়ে যবে
　　জাগে তার ধ্বনি,
পাখার আনন্দ সেই
　　বহিল লেখনী।

৩৫

কথা চাই, কথা চাই, হাঁকে
কথার বাজারে ;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে
মৌনে ঢাকিয়া রাখ্‌ তাকে
মুখর এ হাটের মাঝারে।

৩৬

কঠিন পাথর কাটি
মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা।
অসীমেরে রূপ দিক্
জীবনের বাধাময় সীমা।

৩৭

কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা।

৩৮

কল্লোলমুখর দিন
ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে
সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল
পেতে চায় ফল।
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে
চলিছে চঞ্চল।

৩৯

কহিল তারা, "জ্বালিব আলোখানি।

আঁধার দূর হবে না হবে,

সে আমি নাহি জানি।"

৪০

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

৪১

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৪২

কী পাই, কী জমা করি,
কী দেবে, কে দেবে,
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চ'লে তো যেতেই হবে—
কী যে দিয়ে যাব
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো!

৪৩

কী যে কোথা হেথা হোথা যায় ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যতনে বাঁধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাঁধন যায় রে ফেঁসে,
ধুলায় ভোলার দেশে
যায় গড়াগড়ি—
হায় রে, রয় না তার দাম কড়াকড়ি।

৪৪

কীর্তি যত গড়ে তুলি
    ধূলি তারে করে টানাটানি।
গান যদি রেখে যাই
    তাহারে রাখেন বীণাপাণি।

৪৫

কুসুমের শোভা

কুসুমের অবসানে

মধুরস হয়ে

লুকায় ফলের প্রাণে।

৪৬

কোন্ খ'সে-পড়া তারা

মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি

সুরের অশ্রুধারা।

৪৭

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা।

৪৮

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে

সহসা নির্ঝরিণী

আপনারে লয় চিনি।

চকিত ভাবের ক্বচিৎ বিকাশে

বিস্মিত মোর প্রাণ

পায় নিজ সন্ধান।

৪৯

গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের
যত ধুলা, যত কালি,
প্রতি উষা দেয় নবীন আশার
আলো দিয়ে প্রক্ষালি।

গাছগুলি মুছে-ফেলা,
গিরি ছায়া-ছায়া—
মেঘে আর কুয়াশায়
রচে একি মায়া।
মুখঢাকা ঝরনার
শুনি আকুলতা—
সব যেন বিধাতার
চুপিচুপি কথা।

৫১

গাছ দেয় ফল

ঋণ ব'লে তাহা নহে।

নিজের সে দান

নিজেরি জীবনে বহে।

পথিক আসিয়া

লয় যদি ফলভার

প্রাপ্যের বেশি

সে সৌভাগ্য তার।

৫২

গাছের পাতায় লেখন লেখে
বসন্তে বর্ষায়—
ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী
ধুলায় মিশে যায়।

৫৩

গিরিবক্ষ হতে আজি
    ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
    এনে দিক্ নবজাগরণ।
মৌন তার ভেঙে যাক,
    জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক হতে
বাণীর নির্ঝরধারা
    প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।

৫৪

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয়গৃহখানি।

৫৫

চলার পথের যত বাধা
পথবিপথের যত ধাঁধা
পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে
তারি টানে স্থর হয় বাঁধা।
রচে যদি দুঃখের ছন্দ
দুঃখের-অতীত আনন্দ
তবেই রাগিণী হবে সাধা।

৫৬

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

৫৭

চলে যাবে সত্তারূপ
　　সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে,
রেখে যাবে মায়ারূপ
　　রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

৫৮

চাও যদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর আলোতে দেখো,
হোয়ো নাকো অন্ধ।

৫৯

চাষের সময়ে
যদিও করি নি হেলা।
ভুলিয়া ছিলাম
ফসল কাটার বেলা।

৬০

চাহিছ বারে বারে

আপনারে ঢাকিতে—

মন না মানে মানা,

মেলে ডানা আঁখিতে।

৬১

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

৬২

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

৬৩

জানার বাঁশি হাতে নিয়ে

না-জানা

বাজান তাঁহার নানা সুরের

বাজানা।

৬৪

জীবনদেবতা তব
        দেহে মনে অন্তরে বাহিরে
আপন পূজার ফুল
        আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্যে সৌরভে তারি
        অহোরাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি,
        এই আমি আশীর্বাদ করি।

৬৫

জীবনযাত্রার পথে
ক্লান্তি ভুলি, তরুণ পথিক,
চলো নির্ভীক।
আপন অন্তরে তব
আপন যাত্রার দীপালোক
অনির্বাণ হোক।

৬৬

জীবনরহস্য যায়
মরণরহস্য-মাঝে নামি,
মুখর দিনের আলো
নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

৬৭

জীবনে তব প্রভাত এল

নব-অরুণকান্তি।

তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক

শিশিরে-ধোওয়া শান্তি।

মাধুরী তব মধ্যদিনে

শক্তিরূপ ধরি

কর্মপটু কল্যাণের

করুক দূর ক্লান্তি।

৬৮

জীবনের দীপে তব
    আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে
    সঞ্চিত করুক জাগরণ।

৬৯

জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা।
আঁধারগহনে রচো
আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো
অমৃতের গীতিকা।

৭০

ডুবারি যে সে কেবল
ডুব দেয় তলে।
যেজন পারের যাত্রী
সেই ভেসে চলে।

৭১

তপনের পানে চেয়ে
সাগরের ঢেউ
বলে, "ওই পুতলিরে
এনে দে-না কেউ।"

৭২

তব চিত্তগগনের
    দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
    পেয়েছে মহিমা।

৭৩

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলি লেখে,
মুছে বারে বারে।

৭৪

তারাগুলি সারারাতি
কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

৭৫

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারি গান।

৭৬

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে।
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

৭৭

তুমি যে তুমিই, ওগো

সেই তব ঋণ

আমি মোর প্রেম দিয়ে

শুধি চিরদিন।

৭৮

তোমার মঙ্গলকার্য
তব ভৃত্য-পানে
অযাচিত যে প্রেমেরে
ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়,
যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে—
সে তোমারি দান।

৭৯

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে—
অনেক দূরের থেকে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে—
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

৮০

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু, এই মুখখানি
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

৮১

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল— আজ ভুবনে
আকাশভরা ছুটি।

৮২

দিগন্তে পথিক মেঘ
চলে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে ।।

৮৩

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি, সঙ্গীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমলসাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে—
যেন আমার বিফল রাতের
চেয়ে থাকার স্মৃতি

কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ঐ যে ছায়াখানি।

৮৪

দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্মভার।
দিনান্ত ভরিছে তরী রঙিন মায়ায়
আলোয় ছায়ায়।

৮৫

দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন

মহাকাল আছে জাগি—

যাহা নাই কোনোখানে,

যারে কেহ নাহি জানে,

সে অপরিচিত কল্পনাতীত

কোন্ আগামীর লাগি।

৮৬

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।

৮৭

দুঃখ এড়াবার আশা

নাই এ জীবনে।

দুঃখ সহিবার শক্তি

যেন পাই মনে।

৮৮

দুঃখশিখার প্রদীপ জ্বেলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

৮৯

দুখের দশা শ্রাবণরাতি—
বাদল না পায় মানা,
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ
ক্ষণহাসির দূত।

৯০

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

৯১

দিগ্‌বলয়ে
নব শশীলেখা
টুকরো যেন
মানিকের রেখা।

৯২

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায়।

৯৩

নববর্ষ এল আজি

দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে ;

আনে নি আশার বাণী,

দেবে না সে করুণ প্রশ্রয় ;

প্রতিকূল ভাগ্য আসে

হিংস্র বিভীষিকার আকারে—

তখনি সে অকল্যাণ

যখনি তাহারে করি ভয়।

যে জীবন বহিয়াছি

পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা ;

দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে

শোধ করি তার শেষ দেনা।

৯৪

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পার না তাও,
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও !

৯৫

নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু,
শান্তি তাহা নয়—
যে কর্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয়।

৯৬

নূতন জন্মদিনে
পুরাতনের অন্তরেতে
নূতনে লও চিনে।

৯৭

নূতন যুগের প্রত্যূষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে --
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে !
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়্
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে ।

৯৮

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পুরা।

৯৯

পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি
রবির করের লিখন ধরিবে বলি।
সায়াহ্নে রবি অস্তে নামিবে যবে
সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে।

১০০

পরিচিত সীমানার
   বেড়াঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে ;
বিপুল অপরিচিত
   নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।
সেথাকার বাঁশিরবে
   অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে
জানা না-জানার মাঝে
   বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে।

১০১

পশ্চিমে রবির দিন
হলে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পুরবীর গান।

১০২

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাতরবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বন-মাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন,
আপনি সে জানে না যে।

১০৩

পাষাণে পাষাণে তব
শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ,
অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের
প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত
অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র,
তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে
রাখিবে কি লিখে—

তব শৃঙ্গশিলাতলে
দুদিনের খেলা,
আমাদের কজনের
আনন্দের মেলা।

১০৪

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাতি
লেখে নানামতো আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরাণে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

১০৫

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের
আশ্বাস বিপুল।

১০৬

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে ;
তৃণে তৃণে উষা সাজালো শিশিরকণা।
যারে নিবেদিল তাহারি পিপাসি কিরণে
নিঃশেষ হল রবি-অভ্যর্থনা।

১০৭

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়,
আবার ফুটায়ে তুলে।

১০৮

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক
সুন্দর পরিমলে।
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য
মধুরসে-ভরা ফলে।

১০৯

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে
শুভ্রতম তেজে,
পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে
নানা বর্ণে সেজে।

১১০

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

১১১

ফাগুন এল দ্বারে,

কেহ যে ঘরে নাই—

পরান ডাকে কারে

ভাবিয়া নাহি পাই।

১১২

ফুল কোথা থাকে গোপনে,

গন্ধ তাহারে প্রকাশে।

প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,

গান যে তাহারে প্রকাশে॥

১১৩

ফুল ছিঁড়ে লয়
হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে
পাওয়া—
আনমনে তার
পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে
যাওয়া।

যে সেই ধুলার
ফুলে
হার গেঁথে লয়
তুলে

হেলার সে ধন
হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার
চুলে।

শুধায়ো না মোর
গান
কারে করেছিনু
দান—
পথধুলা-'পরে
আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে
মান।

১১৪

ফুলের অক্ষরে প্রেম
   লিখে রাখে নাম আপনার—
      ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।
পাথরে পাথরে লেখা
   কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
      ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।

১১৫

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

১১৬

'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

১১৭

বড়ো কাজ নিজে বহে
আপনার ভার।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
সান্ত্বনা তাহার।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি,
ছোটো দুঃখ যত—
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
করে কণ্ঠাগত।

১১৮

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা।

১১৯

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া।
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

১২০

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি
এ কথাটি মনে জান'—
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান,
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।

সিন্দুকে রহে বন্ধ,
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

১২১

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

১২২

বসন্ত পাঠায় দূত

রহিয়া রহিয়া

যে কাল গিয়েছে তার

নিশ্বাস বহিয়া।

১২৩

বসন্ত যে লেখা লেখে
বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি মন্ত্র
লেখনীর 'পরে।

১২৪

বসন্তের আসবে ঝড়
যখন ছুটে আসে
মুকুলগুলি না পায় ডর,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়—
ঝড় তো তারি মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়।

১২৫

বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায়।
এই নৃত্যে সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
"ধন্য তুমি" বলে বার বার।

১২৬

বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন,
ছন্দ সে রয় শক্তিতে,
অর্থ সে রয় ব্যক্তিতে।

১২৭

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥

৭ই পৌষ ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৮

বাতাস শুধায়, "বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।"
কমল কহিল, "আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।"

১২৯

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসায়ে ফেলিল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর সে নেই।

১৩০

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সন্তোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

১৩১

বাহির হতে বহিয়া আনি
স্থখের উপাদান।
আপনা-মাঝে আনন্দের
আপনি সমাধান।

১৩২

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।

১৩৩

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে—
কত রূপে রূপে কত-না অলংকারে
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে॥

১৩৪

বিকেলবেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পূবগগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ।
লক্ষকোটি আলোবছর-পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র-মাঝে
যাত্রা আমার হবে—
অস্তবেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে।

১৩৫

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,

মঞ্জরী কাঁপে থরথর।

কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা

চুপিচুপি করে মরমর।

১৩৬

বিদায়রথের ধ্বনি

দূর হতে ওই আসে কানে।

ছিন্নবন্ধনের শুধু

কোনো শব্দ নাই কোনোখানে।

১৩৭

বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা।
অন্ধ ভক্তি দিনু যবে
করিলেন হেলা।

১৩৮

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি।

১৩৯

বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
　　কবি আছে সে কে ?
কুসুমের লেখা তার
　　বারবার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
　　বারবার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
　　কিছুতে না ঘোচে।

১৪০

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল,
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবনতরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

১৪১

বেছে লব সব-সেরা,
ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে
দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান,
থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই
বেছে লয় মোরে।

১৪২

বেদনা দিবে যত

অবিরত

দিয়ো গো।

তবু এ ম্লান হিয়া

কুড়াইয়া

নিয়ো গো।

যে ফুল আনমনে

উপবনে

তুলিলে

কেন গো হেলাভরে

ধুলা-’পরে

ভুলিলে।

বিঁধিয়া তব হারে
গেঁথো তারে
প্রিয় গো।

১৪৩

ভজনমন্দিরে তব

পূজা যেন নাহি রয় থেমে,

মানুষে কোরো না অপমান।

যে-ঈশ্বরে ভক্তি কর,

হে সাধক, মানুষের প্রেমে

তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

১৪৪

ভেসে-যাওয়া ফুল
ধরিতে নারে,
ধরিবারই ঢেউ
ছুটায় তারে।

১৪৫

ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি।
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।

১৪৬

মনের আকাশে তার
দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগি স্বপনপাখি
চলিয়াছে ধেয়ে।

১৪৭

মাটিতে মিশিল মাটি,
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

১৪৮

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টকপথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি।
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।

১৪৯

মিছে ডাক'— মন বলে, আজ না—

গেল উৎসবরাতি,

ম্লান হয়ে এল বাতি,

বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

সংসারে যা দেবার

মিটিয়ে দিনু এবার,

চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।

শেষ আলো, শেষ গান,

জগতের শেষ দান

নিয়ে যাব— আজ কোনো কাজ না।

বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

১৫০

মিলন-স্থলগনে,

কেন বল্,

নয়ন করে তোর

ছল্‌ছল্।

বিদায়দিনে যবে

ফাটে বুক

সেদিনও দেখেছি তো

হাসিমুখ।

১৫১

মুকুলের বক্ষোমাঝে
কুসুম আঁধারে আছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে
প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

১৫২

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে।

১৫৩

মুহূর্ত মিলায়ে যায়
তবু ইচ্ছা করে—
আপন স্বাক্ষর রবে
যুগে যুগান্তরে।

১৫৪

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে,
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।

১৫৫

মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃতলোকে
মৃত্যু করে জয়।

১৫৬

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

১৫৭

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি একরোখে।
দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে।
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

১৫৮

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর-আকাশে-আঁকা,
আমি ভালোবাসি, মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

১৫৯

যা পায় সকলই জমা করে,

প্রাণের এ লীলা রাত্রিদিন।

কালের তাণ্ডবলীলাভরে

সকলই শূন্যেতে হয় লীন।

১৬০

যা রাখি আমার তরে
　　মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে
　　সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে
　　সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে,
　　রাখে তারে সবে।

১৬১

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ।
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

১৬২

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

১৬৩

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

১৬৪

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত ॥

১৬৫

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

১৬৬

যে যায় তাহারে আর

ফিরে ডাকা বৃথা।

অশ্রুজলে স্মৃতি তার

হোক পল্লবিত।

১৬৭

যে রত্ন সবার সেরা

তাহারে খুঁজিয়া ফেরা

ব্যর্থ অন্বেষণ।

কেহ নাহি জানে, কিসে

ধরা দেয় আপনি সে

এলে শুভক্ষণ।

১৬৮

রজনী প্রভাত হল—

পাখি, ওঠো জাগি,

আলোকের পথে চলো

অমৃতের লাগি।

১৬৯

রাতের বাদল মাতে

তমালের শাখে ;

পাখির বাসায় এসে

"জাগো জাগো" ডাকে।

১৭০

রূপে ও অরূপে গাঁথা
এ ভুবনখানি—
ভাব তারে সুর দেয়,
সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা
নিত্য কানাকানি।

১৭১

লুকায়ে আছেন যিনি
জগতের মাঝে
আমি তাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে।

১৭২

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসি মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

১৭৩

শিকড় ভাবে, "সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা।"

১৭৪

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে।

১৭৫

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি—
পালায় ঘোমটা টানি।

১৭৬

শেষ বসন্তরাত্রে
যৌবনরস রিক্ত করিনু
বিরহবেদনপাত্রে।

১৭৭

শ্রাবণের কালো ছায়া

নেমে আসে তমালের বনে

যেন দিক্‌ললনার

গলিত-কাজল-বরিষনে।

১৭৮

শ্যামল ঘন বকুলবন-

ছায়ে ছায়ে

যেন কী সুর বাজে মধুর

পায়ে পায়ে।

১৭৯

সংসারেতে দারুণ ব্যথা
লাগায় যখন প্রাণে
"আমি যে নাই" এই কথাটাই
মনটা যেন জানে।
যে আছে সে সকল কালের,
এ কাল হতে ভিন্ন—
তাহার গায়ে লাগে না তো
কোনো ক্ষতের চিহ্ন।

১৮০

সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়
নাম সই করে।
লেখা তার মুছে যায়,
মেঘ যায় সরে।

১৮১

সফলতা লভি যবে
মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার
অক্ষমতা যত।

১৮২

সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

১৮৩

সময় আসন্ন হলে

আমি যাব চলে,

হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—

এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে

অনাগত বসন্তের

আনন্দের আশা রাখিলাম

আমি হেথা নাই থাকিলাম।

১৮৪

সারা রাত তারা
যতই জ্বলে
রেখা নাহি রাখে
আকাশতলে।

১৮৫

সুখেতে আসক্তি যার
        আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্যের তারে
        বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

১৮৬

সেই আমাদের দেশের পদ্ম
তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে
অন্য সুদূর দেশে।

১৮৭

সেতারের তারে
ধানশি
মিড়ে মিড়ে উঠে
বাজিয়া।
গোধূলির রাগে
মানসী
সুরে যেন এল
সাজিয়া।

১৮৮

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই।

১৮৯

সোনায় রাঙায় মাখামাখি,
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি
পথিক রবির স্বপন ঘিরে।
পেরোয় যখন তিমিরনদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে।
অস্ত-উদয়-রথে রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি।
পায় সে ফিরে মেঘের কোণে,
পায় ফাগুনের পারুলবনে
প্রতিদানের রঙের ডালি।

১৯০

স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য, যা রহে না জেগে
ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।
যে নদীর ক্লান্তি ঘটে মধ্যপথে সিন্ধু-অভিসারে
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
নির্জীব আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি।
পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে,
জানে না সে আঁধারে মিশিতে।

১৯১

স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত
আকাশেরে ঢাকে,
আকাশ তাহার কোনো
চিহ্ন নাহি রাখে।
তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে
হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে
দেয় ফুলে ফলে।

১৯২

স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা।

১৯৩

হাসিমুখে শুকতারা
লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী
আঁধারের শেষপাতে ।

১৯৪

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী
রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।

১৯৫

হে উষা, নিঃশব্দে এসো,
আকাশের তিমিরগুণ্ঠন
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে
মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও,
জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি-তামসের
মোহযবনিকা, হে আত্মন,
করো উন্মোচন।

১৯৬

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
“ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।”

১৯৭

হে প্রিয়, দুঃখের বেশে
আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ ব'লে
চিনি সেই ক্ষণে।

১৯৮

হেলাভরে ধুলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো।
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধুলো।

১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হয়। লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে এতদিন বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন স্বাক্ষরসংগ্রহের খাতা হইতে এইরূপ অনেকগুলি লেখা চয়ন করিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন; যাঁহাদের সংগ্রহে এইরূপ কবিতা ছিল তাঁহারাও অনেকে বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাসমষ্টি হইতে সংকলন করিয়া স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হইল।

লেখন গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে, উহা স্ফুলিঙ্গ নামে প্রকাশিত হইবে, একবার এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে সেই নামটি ব্যবহৃত হইল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি লেখন হইতে গৃহীত।

কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ; বিভিন্ন স্বলেখনসংগ্রহে কবির স্বাক্ষরে যে কবিতার

যে তারিখ পাওয়া যায় তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বহু কবিতা লেখন প্রকাশের পরবর্তী কালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহুপুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ১৪, ৫৮, ৭০, ১৪১, ১৮২ ও ১৯৭ সংখ্যক কবিতা গীতিমাল্যের পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত : বিলাতের নার্সিং হোমে, বা সমুদ্রবক্ষে, ১৯১৩ সালে রচিত অনেকগুলি লেখন এই খাতায় আছে ; তাহার অধিকাংশ লেখন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

১১৩ সংখ্যক কবিতাটি মহুয়া কাব্যের উৎসর্গপত্রের পূর্বতন পাঠ ; ৮৫ সংখ্যক কবিতাটিকে সেঁজুতি গ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' কবিতার পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে ; ৯৭ সংখ্যক কবিতাটির গীতরূপ 'ওরে নূতন যুগের ভোরে' দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৭৩ ও ৮৬ সংখ্যক কবিতাকে লেখনের দুটি কবিতার রূপান্তর বলা যায়। কোনো এক সময়ে লেখনের 'কুন্দকলি

গ্রন্থপরিচয়-সংশোধন

২ পৃষ্ঠায় ১৪ ছত্রে 'প্রথম খণ্ডে' ইত্যাদি। ৫ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী'

ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ' কবিতা কাটিয়া এই গ্রন্থের ১৫১ সংখ্যক কবিতাটি লেখা হয়। ১১৪ ও ১৯৩ সংখ্যক কবিতাদুটিকে লেখনে-মুদ্রিত দুটি ইংরেজি লেখার পাঠান্তর গণ্য করা চলে। ৩৭, ৭৭, ১১৮, ১২৬, ১২৮, ১৩২, ১৩৭, ১৫২, ১৫৪ ও ১৯২ সংখ্যক কবিতাগুলির ইংরেজি মাত্র লেখনে আছে। ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭১, ৭২, ৭৪, ৯০, ৯১, ১১১, ১১৯, ১২২, ১৩৫, ১৪৬, ১৫০, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৭ ও ১৯৪ সংখ্যক কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ গ্রন্থে বক্তব্যের দৃষ্টান্তস্থলরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ১১৬ সংখ্যক কবিতাটি ছন্দের দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০ সংখ্যক কবিতাটি কবির অঙ্কিত একখানি চিত্রের পরিচয়। ১১০ সংখ্যক কবিতাটি 'একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ'।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা যাইতে পারে এমন সব কবিতাই যে সন্ধান করিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়। যাঁহাদের স্বলেখনসংগ্রহে এইরূপ অন্য কবিতা আছে তাঁহারা সেগুলি পাঠাইলে তাঁহাদের আনুকূল্য-স্বীকার-পূর্বক সেগুলি নূতন সংস্করণে যোগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়া বা প্রকাশককে পাঠাইয়া এই গ্রন্থ সংকলন সম্ভব করিয়াছেন, বা যাঁহাদের স্বলেখনসংগ্রহে এই গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইল। —

| | |
|---|---|
| শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর | শ্রীঅমিতা ঠাকুর |
| শ্রীঅণিমা দেবী | শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী |
| শ্রীঅনিলকুমার চন্দ | শ্রীঅরুণকুমার চন্দ |
| শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ | শ্রীঅশোকা রায় |
| শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | আবুল মনস্থর এলাহি বখ্‌শ্‌ |
| শ্রীঅমল গুপ্ত | শ্রীআর্যকুমার সেন |
| শ্রীঅমলা রায়চৌধুরী | শ্রীআরতি দেবী |

| | |
|---|---|
| শ্রীউষা মিত্র | শ্রীবীণা দেবী |
| শ্রীএণা দেবী | শ্রীবীণাপাণি দেবী |
| শ্রীক্ষিতীশ রায় | শ্রীবেলা দাসগুপ্ত |
| গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | শ্রীপ্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শ্রীগৌরী দেবী | শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত |
| শ্রীচারুলতা সেন | শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শ্রীছায়া দেবী | শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত |
| শ্রীজয়শ্রী চন্দ | শ্রীভক্তি রায়চৌধুরী |
| শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেন | শ্রীমনোভিরাম বড়ুয়া |
| শ্রীজ্যোৎস্না সেন | মলিনা মণ্ডল |
| শ্রীতপতী দেবী | শ্রীমৈত্রেয় দেবী |
| নলিনী নাগ | শ্রীরমা গুপ্ত |
| শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | শ্রীলীলা রায় |
| শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | লোকেন্দ্রনাথ পালিত |
| শ্রীপারুল দেবী | শ্রীশান্তিদেব ঘোষ |
| শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য | শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু |

| | |
|---|---|
| শ্রীশোভা দেবী | শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী |
| শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য | শ্রীসুধীরচন্দ্র কর |
| শ্রীসত্যজিৎ রায় | শ্রীস্নেহলীল গুপ্ত |
| শ্রীসাগরময় ঘোষ | শ্রীস্নেহশোভনা রক্ষিত |
| শ্রীসুকৃতি সান্যাল | শ্রীস্নেহসুধা গুপ্ত |
| শ্রীসুজাতা দাস | শ্রীহিমাংশুলাল সরকার |

৪ সংখ্যক কবিতার বিচিত্রিত প্রতিলিপি শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশের সৌজন্যে মুদ্রিত হইল। ১২৭ সংখ্যক কবিতার প্রতিলিপি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থে মুদ্রিত ত্রিবর্ণ চিত্রখানি রবীন্দ্রনাথের রচনা; অনুচ্ছাদনচিত্র শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত। মুখপত্ররূপে মুদ্রিত প্রতিকৃতিচিত্রের শিল্পী বোরিস জর্জিয়েভ।

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা